সম্পাদকীয়

সাসপেন্স বার্ষিকী ● বর্ষ ১ ● সংখ্যা ১

রহস্য-রোমাঞ্চের খোঁজে

অভূতপূর্ব বলা যাবে না, অশ্রুতপূর্ব তো নয়ই। তবে এই মুহূর্তে এই বাংলায় ঠিক এইরকম ভাবনার কোনও পত্রিকা যে নেই সেটা নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে। অথচ এই ধরনের একটি পত্রিকার চাহিদা যে অসংখ্য পাঠকেরই রয়েছে, ঠিক এক বছর আগে যখন আমরা এই পত্রিকার পরিকল্পনা করি তখনই কিছুটা অনুমান করেছিলাম। আর তার এক বছর পর, এখন যখন পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি, তখন আমাদের অনুমান প্রতীতিতে পরিণত হয়েছে। এবং অনুমান থেকে প্রতীতিতে পৌঁছোতে আমাদের সাহায্য করেছে অসংখ্য পাঠকের নিরন্তর অনুসন্ধান, পত্রিকা প্রকাশের আগেই নিজের কপিটি আগাম বুক করে রাখার উন্মাদনা।

কিন্তু কেন এই উন্মাদনা? আসলে এর পিছনে আছে রহস্য-রোমাঞ্চের প্রতি মানুষের সেই আদি আকর্ষণ। বস্তুত এই আকর্ষণই তো আমাদের জীবনের পথ চলার পাথেয়। আশা, প্রত্যাশা সব জড়িয়ে থাকে বলেই তো রহস্যময় ভবিষ্যৎ এত আকর্ষণীয়। অর্জুনের মত 'বিশ্বরূপ দর্শন'-এর দুর্ভাগ্য যদি আমাদের হত, তাহলে হয়তো অধিকাংশ মানুষই হতাশ হয়ে হারিয়ে ফেলতেন বেঁচে থাকার আগ্রহ। তবে কিনা, সব গাছেই দিতে হয় জল। মানুষের এই কৌতূহল-প্রবণতায় বারি-সিঞ্চনের কাজ করে এই রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীগুলিই।

ছোট, বড়ো অনেকগুলি রহস্য-রোমাঞ্চ-কাহিনী আছে এই সংখ্যায়। আর আছে একগুচ্ছ নিবন্ধ, যেগুলির আকর্ষণ কোনও অংশেই কম নয় বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা যখন এই পত্রিকার পরিকল্পনা করি তখন শুরু হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, পাঠক যে মানুষটিকে যত না চেনে 'পথের পাঁচালী'-র চলচ্চিত্রকার হিসেবে তার চেয়ে বেশি চেনে ফেলুদার স্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু যারা ফেলুদা পড়েছেন এবং একই সঙ্গে জানেন ব্যক্তি সত্যজিৎকে, তাদের কি কখনও কখনও মনে হয় না, দুই ব্যক্তি আসলে এক, যিনি সত্যজিৎ তিনিই ফেলুদা, যিনি ফেলুদা তিনিই সত্যজিৎ। ফেলুদা যেন সত্যজিতেরই অল্টার ইগো। শুধু কি ফেলু কাহিনি? শঙ্কুর গল্প এবং অন্যান্য আরও ছোট গল্পেও সত্যজিৎ কি পরতে পরতে ছড়িয়ে দেননি রহস্যের ঊর্ণনাভ-তন্তু? কোনও মানুষের চেতনাকে রহস্য আচ্ছন্ন করে না রাখলে কি সম্ভব হত এমনটি? আমাদের বিশেষ ক্রোড়পত্র 'রহস্যময় সত্যজিৎ'-এ সেই প্রশ্নেরই জবাব খুঁজেছেন একাধিক সত্যজিৎ বিশেষজ্ঞ।

সবশেষে বলার কথা একটিই। এমন একটি পত্রিকার ভাবনাকে ঘিরে পাঠকের যে সাড়া আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি পত্রিকা পাঠের পর সেই সাড়া যদি আরো ডালপালা ছড়ায়, তাহলে এরপর থেকে এই উদ্যোগকে একটি বাৎসরিক উদ্যোগে রূপ দেবার চিন্তাভাবনা আমাদের থাকবে, তবে হয়তো বা একটু অন্যভাবে, অন্যনামে। আমরা নিশ্চিত যারা বর্তমান ভাবনাটিকে পছন্দ করে ফেলবেন তারা সেই ভিন্ন মোড়ককে অব্যর্থ লক্ষ্যে চিনে নিতে ভুল করবেন না।

আরামবাগ, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২১

অনিন্দ্য সুন্দর

বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

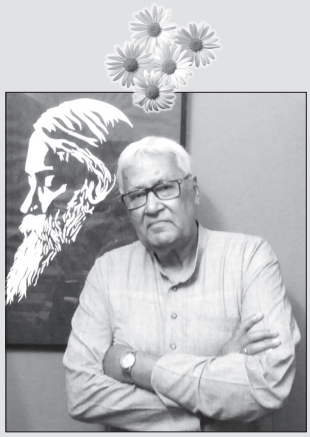

তৃষিত বর্মণ

জন্ম: ১ মার্চ ১৯৪৩
মৃত্যু: ২২ এপ্রিল ২০২১

অনেকেই তো চলে যাচ্ছেন। দুঃস্বপ্নের অতিমারি নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ করে দিয়ে যাচ্ছে একের পর এক পরিবার, একের পর এক স্বজনবৃত্তকে। সেই সব খবর বুক ভারি করে দিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি সকালেই। কিন্তু দুঃসংবাদ যখন নিজের স্বজনবৃত্তে হানা দেয়, ভারি বুক তখন খালি হয়ে যায়। সেই রকমই এক বুক খালি করে দিয়ে যাওয়া সকাল এসেছিল গত ২২ এপ্রিল এল এফ বুকসের পরিবারে, যখন খবর এল চলে গেলেন তৃষিত বর্মণ। সদা হাস্যময়, প্রাণখোলা মানুষটির সঙ্গে আলাপ লেখার সূত্রেই। অল্পদিনের আলাপ, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাদের পায়ে সময় কোনও বেড়ি পরাতে পারে না। তাই অল্পদিনেই সবার আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। কেন যে উঠেছিলেন! নৈলে দুঃখের খবরে বুক হয়তো বা ভারি হত, ফাঁকা তো হত না।

যেখানেই থাকুন, ভাল থাকুন তৃষিতদা। একদিন আবার সেখানে দেখা হবে, আড্ডা হবে।

অনিন্দ্য

সূচিপত্র

সাসপেন্স বার্ষিকী ● বর্ষ ১ ● সংখ্যা ১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সত্যজিতের রহস্য জগৎ
সন্দীপ রায়ের সাক্ষাৎকার ৭

সত্যজিৎ রহস্যের অন্য জগৎ
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১২

খগম ও ফ্রিৎস ভয় থেকে ভাললাগায়
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ১৭

ফেলু ফিল্মের শব্দ ও আবহ
পার্থপ্রতিম বর্মণ ১৯

চিড়িয়াখানা, শরদিন্দু বনাম সত্যজিৎ
অনিরুদ্ধ ধর ২৪

প্রফেসর শঙ্কু সত্যজিতের অমর সৃষ্টি
পল্লব মুখোপাধ্যায় ২৬

সবার ফেলুদা আমার ফেলুদা
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ৩৩

অলৌকিক অতিপ্রাকৃত এবং এক খোলা মনের মানুষ
প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ৩৪

সাবাস ডিটেকটিভ শঙ্কু
কৌশিক মজুমদার ৩৭

গগন চৌধুরীর স্টুডিও, রোমহর্ষণের চিত্রনাট্য
অংশুমান ভৌমিক ৩৯

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়
দেবশঙ্কর হালদার, সুমন মুখোপাধ্যায়
সুব্রত সেন ৪২-৪৫

উপন্যাস-নভেলা

একটি রহস্যময় মৃত্যু **বিপুল দাস** ১০৮
সৌন্দর্যবোধ **সুজন দাশগুপ্ত** ৪৬
জিয়নকাঠি **শমীতা দাশ দাশগুপ্ত** ৯৪
স্বপ্নের শেষ নেই **অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী** ১৪৪
রক্তাক্ত ফরমান **হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত** ৩৯০
বৃষ সঙ্গম **সৈকত মুখোপাধ্যায়** ২২০
লোডেড রিভলবার **দীপান্বিতা রায়** ১৬৬
মহিষাসুরমর্দিনী **দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য** ২০৬
কেয়ার অফ কিষ্কিন্ধ্যা **ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়** ৩২২
মিউজিক্যাল চেয়ার **সাগরিকা রায়** ২৫৪
এমনও হয় **মনোজ আচার্য্য** ৩৭৪
হাঙরের দাঁত **অরুণ চট্টোপাধ্যায়** ২৮৮
অন্তর্ধানের আড়ালে **অনিন্দ্য ভুক্ত** ৪৫২
বৈদুর্য মণির রহস্য **পূরবী গুড়িয়া** ১৯০
রুদ্রচণ্ডীর অভিশাপ **অরুণাভ বিশ্বাস** ৪৪০

বড়গল্প

ভাটার টানে **শেখর বসু** ৫৮
রক্ত রাঙা তাজ **স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়** ৬৮
বিলাইতি মদ **বরুণ চন্দ** ১২৪
সেই আশ্চর্য লোকটা **জয়দীপ চক্রবর্তী** ৮২
কার কণ্ঠহার **সুস্মিতা নাথ** ২৭৪
নিভাত দাদুর থেলো হুঁকো **পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়** ৪৩০
মৃত্যুফাঁদ **সুজিত বসাক** ৩১০
সবুজ বেলুন **অমৃতা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** ৪১২

ছোটগল্প

বিরাট কোহলির অন্তর্ধান রহস্য **তৃষিত বর্মণ** ১৩৬
এজেন্ট জি **ঘনশ্যাম চৌধুরী** ৭৬
লেখার কাগজ **অভিজিৎ তরফদার** ১৩২
সোনার ঘড়ি রুপোর গ্লাস **বাণীব্রত চক্রবর্তী** ৪০৮
ডবল মার্ডার **নজরুল ইসলাম** ২০১
পিশাচ নিধন **রাজেশ বসু** ১৮৭
সহবাস **সুশান্তকুমার বিশ্বাস** ৪২৫
চোখের বদলে চোখ **অনন্যা দাশ** ৩০৫
রহস্য রক্তময় **কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়** ২৮৩
হিমেল বাতাস **দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়** ২৪৭
রুটব্রিজে খুনোখুনি **আবীর গুপ্ত** ৩৬৯
কাজলের কালো ব্যাগ **বিপুল মজুমদার** ২৭১
কয়েকটি মৃত্যু **হিমি মিত্র রায়** ৩৫১
দেবী রঙ্কিনী রহস্য **অঙ্কন মুখোপাধ্যায়** ৩৬১

ফিচার

নেপোলিয়নের চুল **শ্যামল চক্রবর্তী** ৯১
পেইন্টিং মিস্ট্রি **সমৃদ্ধ দত্ত** ১৪০
ফিরে পাওয়া **অপূর্ব মণ্ডল** ২৫১
হিচকক নির্মাণে বিনির্মাণে সাসপেন্স **শুভময় সরকার** ৩২১
বীর সাধন **সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী** ৪২১
নরখাদকের গল্প **সুপ্রিয় সাহা** ৪০৬
জোরো এবং পেরি মেসন
অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব এবং **অংশুলা দাশগুপ্ত** ৪৩৭

অনুবাদ

একটি খুনের কিনারা **জি কে চেসটারটন**
অনুবাদ: সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১
ল্যান্ডলেডি **রোয়াল্ড ডা'ল**
অনুবাদ: প্রতিম দাস ৩৮৫
১৩ নম্বর সেল **জাক ফিউট্রেল**
অনুবাদ: আর্য ঘোষ ৩৩৬
কোলফিল্ডের অপরাধ **অ্যালিস পেরিন**
অনুবাদ: বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৫

দুঃখপ্রকাশ

সাসপেন্স বার্ষিকী প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল ২ অগস্ট, ২০২১ কিন্তু কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত এপ্রিল মাস থেকেই এল এফ বুকসের টিম মেম্বাররা আক্রান্ত হতে থাকেন। পারিপার্শ্বিক জটিলতা বাড়তে থাকে। আবার লকডাউন, আবার ট্রেন বন্ধ। ফলে এবার আমরা পরিস্থিতির সাপেক্ষে প্রকাশের তারিখ পিছোতে বাধ্য হই। কিন্তু অসুস্থতার ধারাবাহিকতায় আমরা এতটাই জেরবার হয়ে যাই যে, শেষ পর্যন্ত দেড় মাসেরও বেশি বিলম্ব ঘটে পত্রিকা প্রকাশে। পত্রিকা প্রিবুকিং শুরু হয়েছিল আমাদের ওয়েবসাইটে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে। শেষ পর্যন্ত প্রিবুকিং চলেছে ৩১ অগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে অসংখ্য মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি আমরা। অনেকেই উপলব্ধি করেছেন পরিস্থিতির বাস্তবতা। যদিও এই বিলম্বে অনেক পাঠকই হয়তো অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে সকল পাঠকের কাছেই আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি। আগামী বছর পত্রিকা নির্ধারিত সময়েই প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ সাসপেন্স বার্ষিকী ২০২২ আগামী বছরের অগস্টের প্রথম সপ্তাহেই বের হবে। পুজোবার্ষিকীর সঙ্গে এই পত্রিকা প্রকাশের কোনও সম্পর্ক নেই। এই বছর পত্রিকার বিলম্বিত প্রকাশে এই জটিলতা। অনুগ্রহ করে কেউ ভাববেন না যে আমরা পুজোর আগেই প্রতি বছর পত্রিকাটি বের করব। তাই সকলের কাছে অনুরোধ পত্রিকার আপডেট পেতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন। রহস্য-রোমাঞ্চের সমারোহ নিয়ে আমরা ফিরব আর ঠিক দশ মাস পরে।

বিজ্ঞপ্তি ১

সাসপেন্স বার্ষিকী ২০২২

ইএমআই প্রিবুকিং এবং ফ্রিবুকিং শুরু হবে জানুয়ারি, ২০২২
পত্রিকার প্রিবুকিং হবে দুটি পর্বে মে এবং জুন ২০২২
পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ২ অগাস্ট, ২০২২

বিজ্ঞপ্তি ২

সাসপেন্স বার্ষিকী ২০২২

১ অক্টোবর, ২০২১-এ পরবর্তী সংখ্যার লেখা জমা দেওয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বের হবে আমাদের ওয়েবসাইটে। বিজ্ঞপ্তিতে যেভাবে লেখা পাঠাতে বলা হবে অনুগ্রহ করে সেভাবেই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর সময়সীমা ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত থাকবে।

মুখার্জি পরিবারের বিখ্যাত অলঙ্কারের দোকান বৈদুর্যমণি জুয়েলার্স। এক রাতে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটা কিছু দেখে খুব ভয় পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারায় বাড়ির বড় ছেলে। এর কিছুদিন পরই বাড়ির পাশের পানাপুকুরে তার লাশ ভেসে থাকতে দেখা যায়। এরপর ঘটতে থাকে একের পর এক হত্যাকাণ্ড। এই সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে যায় মুখার্জি পরিবারের নাম আর জড়িয়ে যান বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী চন্দ্রাকান্তা কৃষ্ণমূর্তি। কেন তিনি চেহারা গোপন রাখেন সবার কাছে? মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে কী সম্পর্ক তাঁর? **পূরবী গুড়িয়া**র লেখা '**বৈদুর্য মণির রহস্য**'। ১৯০

উদ্বিগ্ন মোহিনী সমাজদারের বাড়িতে ধরা পড়ল এক ছিঁচকে চোর। সেই চোরকে দিয়ে কী কাজ করিয়ে নিতে চায় মোহিনী? বৈজ্ঞানিক ড. ত্রিবেদীর সহকারী মহুয়া ডিপ্রেশনে ভুগছে। কী নিয়ে ভয় পাচ্ছে সে? ড. ত্রিবেদীর আবিষ্কার হাতিয়ে নিতে চায় কে বা কারা? দুঁদে ক্রাইম রিপোর্টার কল্পতরু সেনের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হবে? **অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের** কলমে পড়ুন '**হাঙরের দাঁত**'। ২৮৮

মানুষের কত রকমের শখই না থাকে! তেমনি রাইটিং প্যাডের শখ থাকাও বিচিত্র নয়, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি পেশায় হন অধ্যাপক এবং গবেষক। কিন্তু সেই লেখার প্যাডই যদি আড়ালে থাকা কোনও সত্যকে হঠাৎ সামনে এনে ফেলে? একটা কাগজ কি পারে তিল তিল করে গড়ে তোলা নাম-যশকে নিমেষে গুঁড়িয়ে দিতে? **অভিজিৎ তরফদারের** কলমে পড়ুন '**লেখার কাগজ**'। ১৩২

পুলক দেবরায় একজন বড় বিজনেসম্যান। কুলবন্ত ভার্মার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। কুলবন্ত ভার্মার এক বড়সড় জুয়েলারির দোকান আছে। নাম 'জয়পুর জেমস অ্যান্ড জুয়েলস'। এর পাশাপাশি ভার্মাজি অ্যান্টিক ডিলারও বটে। এই ভার্মাজির শত বারণ সত্ত্বেও পুলক এক মহামূল্যবান হার কিনে নিল ফিঁয়াসে ইন্দ্রাণীর জন্য। কিন্তু তার পরই অদ্ভুত ও অসংলগ্ন কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রথমে আমল না দিলেও, পরে পুলকের জীবনে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। কী সেই দুর্ঘটনা? কেনই বা ঘটলো এমন ঘটনা? আর তার সাথে এই হারের কি কোনও যোগসূত্র আছে? জানতে হলে পড়ুন **সুস্মিতা নাথের** লেখা '**কার কণ্ঠহার**'। ২৭৪

বিশ্বনাথের অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী অনিল মোহান্ত জমির দালালি করে। নানান অলৌকিক গল্প শোনানোয় সে খুব পারদর্শী। হঠাৎ করেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় অনিলের। এর পিছনে কি রয়েছে কোনও অলৌকিক শক্তি? সাব ইন্সপেক্টর সত্যজিৎ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিজন রায়চৌধুরী কি পারবেন ক্রসওয়ার্ড পাজলের মতোই জটিল এই রহস্যের সমাধান করতে? জানতে হলে পড়ুন **বিপুল দাসের** লেখা '**একটি রহস্যময় মৃত্যু**'। ১১৮

মাতৃপিতৃহীন রুদ্রনাথ বড় হয়েছে লুথেরান মিশন পরিচালিত অনাথ আশ্রমে। রূপবান লম্বা চওড়া ছেলেটার দেহসৌষ্ঠবে খুঁত তৈরি হয় অদ্ভুত এক রোগে। অসুখ নাকি আশীর্বাদ? নাকি শয়তানের থেকে বাঁচার হাতিয়ার? বিরাজ কাপালি রুদ্রকে কেন আনলেন এক বন্ধ কারখানায়? রুদ্র অনুভব করে, এক গভীর গোলকধাঁধায় ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ও। কে কি পারবে এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে? জানুন **সৈকত মুখোপাধ্যায়ের** গল্প '**বৃষ সঙ্গম**'-এ। ২২০

কোভিড মহামারীতে নিউ ইয়র্কে বিশ্ববিদ্যালয় সব শুনশান। তবে কাজ চলছে টীকা-সংক্রান্ত গবেষণাগারে। এরই মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে একদিন বাপিবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল অমৃতার। হঠাৎই একদিন অমৃতার রিসার্চ সুপারভাইজার মিথিলেশের ঘর থেকে চুরি হল কিছু মূল্যবান কাগজপত্র আর তারপরেই আচমকা কিছু সাধারণ দুষ্কৃতির হাতে খুন হলেন মিথিলেশ! দুটো ঘটনা কি আলাদা? কার হাত আছে এর পিছনে? মিথিলেশ কি সত্যিই খুন হলেন? অমৃতা কি নির্দোষ? একেনবাবু কি পারলেন সেই চুরি আর খুনের সমাধান করতে? আগাগোড়া কমিক আর রহস্যে মোড়া এবারের একেনবাবুর নতুন অভিযান, '**সৌন্দর্যবোধ**'। লিখছেন **সুজন দাশগুপ্ত**। ৪৬

রাজা বন্দিশ সিং প্রাচীন জিনিস বিক্রি করতে চান জেনে কিউরিও ডিলার রজতাভবাবু এসেছেন নারওয়ারে একটি ফরমান কিনতে। কিন্তু কেনার সময়ে তিনি রাজি হন তিনরাত বন্দিশ সিং-এর কেল্লায় থাকার অদ্ভুত শর্তে। এদিকে রাজবংশের অন্য এক সদস্য আরও বেশি টাকায় ওই ফরমান কিনতে চান! মোবারক নামে একটা লোক রজতাভবাবুকে বলে ওই ফরমান আর দুর্গের এক অত্যাশ্চর্য ইতিহাস! তারপর? রজতভবাবু কি ফরমানটা বিক্রি করে দিলেন? কেন থাকতে হবে তাঁকে তিনরাত মধ্যপ্রদেশের ওই পাহাড়ি দুর্গে? মোবারক আসলে কে? কোন ইতিহাস গুঞ্জন করে বেড়ায় কেল্লার আনাচে কানাচে? পড়ুন **হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের** '**রক্তাক্ত ফরমান**'। ৩৯০

অনিলিখাদির অভিযান এবার ইউরোপে; ফ্রান্সের স্যামোনি শহরে। সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে ভয়ঙ্কর এক মারণ ভাইরাস। প্রচুর মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে। কী করবে অনিলিখাদি? এদিকে গ্রিসের সমুদ্রের নীচের সি-বেড থেকে উদ্ধার হয়েছে একটা ব্যাক্টেরিয়াল ইকোসিস্টেম! কিন্তু সমুদ্র নয়, অনিলিখাদিকে বিংশ শতাব্দীর আনরেকর্ডেড ইতিহাসের পাঠ নিতে হবে এবার। **অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর** কলমে পড়ুন উপন্যাস '**স্বপ্নের শেষ নেই**'। ১৪৪

অরুণ থ্রি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ নিয়ে জয়াবতী এসেছে শঙ্কুসভাতে। হিমালয়ের কোলে মৎস্যপোখরি থেকে খানিক দূরে ছোট্ট এক জেলা। পাহাড় কেটে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। তবে জয়াবতীকে মাঝে মাঝেই তাড়া করে বেড়ায় এক বিদঘুটে স্বপ্ন! আর তখনই তার কপালের জড়ুলটা দপদপ করে ওঠে! এসব কথা জানে শুধু গণেশ শেরপা। ভঁয়সা টিব্বার কথা শুনেই জয়াবতী অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওদিকে ভঁয়সা টিব্বার কাছে সকলে পৌঁছতেই শুরু হয় মেঘভাঙা বৃষ্টি! কী আছে ওই টিলার মধ্যে? কেন তার প্রবেশপথ যুগ যুগ ধরে বন্ধ? পাথর ফাটিয়ে টিলার মুখ খোলার পর কী ঘটল? জয়াবতী কি পারল টিলার রহস্য ভেদ করতে? অতীত-বর্তমানের রহস্যে মোড়া এমনই হাজারো প্রশ্নের উত্তর দেবে '**মহিষাসুরমর্দিনী**'। কলমে **দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য**। ২০৬

সারা রাজ্য জুড়ে ঘটে চলেছে একের পর এক মৃত্যু! কখনও কোনও বিখ্যাত ডাক্তারের আত্মহত্যা, কখনও বা আঠারো বছরের কিশোর বাড়ির সদস্যদের খুন করে নিজে বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ! বয়স-ধর্ম-পেশা-অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে ঘটছে গণহত্যা এবং তারপর হত্যাকারীর স্বেচ্ছামৃত্যু! ডিসিআই দিবাকর মিশ্র এবং তাঁর সহকারী মানবী মাহাতো এই হত্যাকাণ্ডগুলোর কিনারা করতে প্রায় নাস্তানাবুদ! কেন সাধারণ মানুষগুলো হঠাৎ খুনি হয়ে উঠল? তারা কি সত্যিই খুনি? মানবী মাহাতো কি পারলেন সেই রহস্যের মীমাংসা করতে? এই জটিল গোলোকধাঁধার উত্তর নিয়েই **শমীতা দাশ দাশগুপ্তের** উপন্যাস **'জিয়নকাঠি'**। ৯৪

পাহাড়-ঘেরা উঁচু টিলায় একটি বাংলোয় আশ্রয় নেন গল্পকথক। একঘেয়েমি কাটাতে তিনি বিকেলে হাঁটতে বেরোন বাইরের শুনশান জঙ্গলে। পিছু নেয় এক লাল লোম, খাড়া কানওয়ালা কালো কুকুর। তাঁর চোখ যখন সেদিকে নিবিষ্ট, ঠিক তখনই তাঁকে চমকে দিয়ে কেউ একজন ডেকে ওঠে। চোখ ফেরাতেই তিনি দেখলেন, বছর কুড়ির একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণিকের কথোপকথনে তিনি জানতে পারলেন, সেই তরুণী তার বোন 'রিম'কে খুঁজতে বেরিয়েছে। এমতাবস্থায় কী করবেন তিনি? ফিরে যাবেন নিজের বাংলোয় না কি এগিয়ে চলবেন একসাথে, 'রিম'কে খুঁজতে? পড়ুন **রাজেশ বসুর** গল্প **'পিশাচ নিধন'**। ১৮৭

বিদেশের অন্ধকার জগতের এক বাঙালি অপরাধীর ডায়রি এখন জাঁদরেল পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী রায় আর তার স্নেহভাজন গোয়েন্দা কৌশিকের হাতে। ডায়রিতে কি অপরাধী খুনের স্বীকারোক্তি করেছে নাকি এ আরেক অপরাধের চাল? প্রতিহিংসার মনস্তত্ত্ব যে কত নৃশংস হতে পারে তা ডায়রি পড়তে পড়তে জাঁদরেল ইন্সপেক্টর বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও তরুণ, শখের গোয়েন্দা কৌশিক সচেতন, সতর্ক। তবু কি শেষরক্ষা হবে না? অপরাধের গোলোক ধাঁধার সমাধান খুঁজতে চোখ রাখুন **শেখর বসুর** **'ভাটার টানে'**। ৫৮

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কল্যাণপুর শাখায় ভোর রাত্তিরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ওই ব্রাঞ্চেরই নাইটগার্ড কানাইলাল গুঁই। অথচ তার সহকর্মী ভবেন সিংহের দাবি তিনি নাকি কিছুই জানেন না এ বিষয়ে। ব্যাঙ্কে সে সময় তৃতীয় কোনও ব্যক্তি ছিল না, এমনকী ক্যাশ বাক্সও অক্ষত। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট বলছে ধ্বস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন নেই, ব্যালিস্টিক রিপোর্ট বলছে বন্দুকও নিহত নাইট গার্ডেরই; তাহলে কি এটা নিছকই আত্মহত্যা! নাকি সত্যিই খুন? তাহলে খুনি কে? আর এ খুনের মোটিভই বা কী? পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আর ব্যালিস্টিক রিপোর্টের জট খুলে বড়বাবু রঞ্জন ঘোষ দস্তিদার কি পারবেন শেষ অব্দি এই অদ্ভুত রহস্যের কিনারা করতে? **সুশান্তকুমার বিশ্বাসের** লেখা গল্প **'সহবাস'**। ৪২৫

সেন্টপলস কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, বছর ছেচল্লিশের অভিষেক চ্যাটার্জিকে একদিকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এক অজ্ঞাত আততায়ী, অন্যদিকে আরেক অপরিচিত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাহায্যের হাত। এরমধ্যে আচমকাই মারা যান অভিষেকবাবু। ডাক্তারের রিপোর্ট বলছে হার্ট ফেলিওর, কিন্তু অভিষেকবাবুর স্ত্রীর অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাঁকে। কেন এরকম অভিযোগ? অধ্যাপক অভিষেকের আকস্মিক মৃত্যু কী স্বাভাবিক নাকি খুন? কে এই অচেনা আততায়ী? আর কেই বা এই আড়ালের বন্ধু? তবে কি অভিষেক চ্যাটার্জির অতীত জীবনেই লুকিয়ে আছে এই রহস্যের চাবিকাঠি? শতরূপা কি পারবে রহস্যের সমাধান করতে! **সুজিত বসাকের** কলমে পড়ুন **'মৃত্যুফাঁদ'**। ৩১০

জরুরি ঘোষণা

এল এফ বুকস প্রকাশনার বই ও পত্রিকা যে কোনও পাঠক বাড়ি বসেই হাতে পেয়ে যেতে পারেন। কারণ পত্রিকা ও বই প্রকাশের আগে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রিবুকিং শুরু হয় অর্থাৎ আপনি পত্রিকা বা বইটি কিনতে ইচ্ছুক শুধু সেটাই জানাতে হবে তারপর নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা বা বইয়ের প্রিবুকিং শুরু হয়। পাঠকের সুবিধার্থেই এগুলি করা হয়েছে। বিশদ জানতে আমাদের ওয়েবসাইট সাবস্ক্রাইব করুন বা এল এফ বুকস ইন্ডিয়ার এফবি পেজ লাইক করুন। এসব ছাড়াও আমাদের বই বা পত্রিকা অফলাইনে সর্বত্র পাবেন। কোথাও পেতে অসুবিধা হলে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে কাস্টমার সাপোর্টে হ্যোয়াটআপ বা ইমেল করতে পারেন। আমরা সাধ্যমতো সহযোগিতা করব। অনেকেই লেখা পাঠানো সংক্রান্ত বিষয়টি বারবার জানতে চান। তাঁদের অনুরোধ আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে 'পাবলিশ উইথ আস' দেখুন অথবা হোমপেজ থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট পেজে দেখুন নোটিফিকেশন। তাহলেই সমস্ত আপডেট পেয়ে যাবেন। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও বই সাধারণত হার্ডবাউন্ড, পেপারব্যাক এবং ইবুক অর্থাৎ ইপাব ফরম্যাটে পাওয়া যায়। তাই আগামী বছর থেকে অনেক অনেক **পাঠকের অনুরোধে আমাদের পত্রিকাগুলি হার্ডবাউন্ড, পেপারব্যাক এবং ইপাব এই তিন ফরম্যাটেই পাওয়া যাবে।** বিশেষ এই সুবিধা পাবেন শুধুমাত্র প্রিবুকিং করলেই নয়তো শেষপর্যন্ত যেটি আমরা সমস্ত পাঠকের জন্যে বিক্রেতাদের কাছে পাঠাব সেটি পাবেন, হয় পেপারব্যাক নয়তো হার্ডবাউন্ড। কারণ বিক্রেতাদের কাছে দুটি ফরম্যাট একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব বেশ কিছু সমস্যা আছে সেখানে। ফলে আপনার পছন্দসই ফরম্যাটে পত্রিকাটি যদি সুলভে কিনতে চান তাহলে আপনাকে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রিবুকিং করেই কিনতে হবে। **ইএমআই প্রিবুকিং, রেফার্ড ফ্রেন্ড প্রিবুকিং এবং ফ্রিবুকিংয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধা পেতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।**

https://lfbooksindia.com
Mail us: cslfbooks@gmail.com

সম্পাদক
অনিন্দ্য ভুক্ত

সহ সম্পাদক
অংশুলা দাশগুপ্ত, অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব

প্রচ্ছদ
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

বিন্যাস
অরূপ ঘটক

আর্টিস্ট
চিরঞ্জিৎ সামন্ত, প্রবীর আচার্য্য, দেবাশিস সাহা, মৃণাল শীল, প্রণব হাজরা, ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য, সোমনাথ পাল, তমাল ভট্টাচার্য, সন্দীপ মোহান্ত, শুভম খাঁ, রূপক নিয়োগী, অভীককুমার মৈত্র, টুটু সরকার, সুদীপ্ত মণ্ডল, সুমিত রায়
ক্রোড়পত্রে ব্যবহৃত সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব অলঙ্করণ
অতিরিক্ত সাজসজ্জার ছবি সৌজন্যে গুগল

বানান সংশোধন
অনিন্দিতা ঘোষ, আশিস সামন্ত, অভিজিৎ মণ্ডল, স্বাতী চ্যাটার্জি ভৌমিক, তাপসকুমার রায়

জনসংযোগ
মৌমিতা মাইতি, অরিত্রজয় দাস

প্রচার ও বিপণন
অলোক ব্যানার্জি

টিম এল.এফ.বুকস
শিল্পা ঘোষ (হাওড়া), সুকান্তা সেন (গড়িয়া), সৌরভ পাল (বাঁকুড়া), অর্ণব শেঠ (খানাকুল), সম্পূর্ণা দত্ত (চন্দননগর), ঋতি মোহান্ত (কৃষ্ণনগর), শ্রেয়সী সেন (দক্ষিনেশ্বর), প্রদীপ রায় (কোচবিহার), অঙ্কিতা ব্যানার্জি (মুর্শিদাবাদ), শুক্তি চ্যাটার্জি (সোদপুর), অনিন্দ্যসুন্দর বসু (আসানসোল), দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায় (আসানসোল), শুভঙ্কর দে (পশ্চিম বর্ধমান), সুদীপ দাস (কোচবিহার)

মুদ্রক
প্রিন্ট-ও-প্রসেস
১৫/৫, কে. বি. সরণী, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০৮০

দাম ৪৯৯ টাকা

প্রকাশক
লিইবার ফিয়েরা
দেবনাথ হাউস, কবি সুকান্ত রোড, নবপল্লী, বারাসত, কলকাতা ৭০০১২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Website- https://lfbooksindia.com
L F Books India
Mail us: cslfbooks@gmail.com

একটা লোক আসে অদ্ভুত একটা সুরে শিস দিতে দিতে। সেই সুর একবার কানে গেলে পোষ্যেরা এক কথায় ঘর ছেড়ে তাঁর পিছনে ছুটতে থাকে। সেই লোকটা আবার ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যেতে পারে। এই রহস্যের তল খুঁজে বের করতে দুই বন্ধু পিছু নেয় সেই অদ্ভুত লোকটার আর হদিশ পায় এক আশ্চর্য জগতের। কেমন সেই জগত আর তাদের পোষ্যরাই বা কোথায়? জানতে গেলে পড়তে হবে **জয়দীপ চক্রবর্তীর** কলমে '**একা সেই লোকটা**'। ৮২

প্রেমিকের সঙ্গে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেও শান্তি নেই। কেমন একটা চাপা আতঙ্ক চারপাশে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে যেন। মেঘনের গতিপ্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত। মেঘনের বউ সব প্রশ্ন কেবলই যেন এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। পাটোয়ারি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য কেউই দিতে পারছে না। কিন্তু কোনওভাবে তৃণাঞ্জন একটা গভীর ঘোরে আটকে পড়ছে ক্রমশ। রাতের ভয় দিনের ফুটফুটে আলোতেও কাটছে না। অথচ ঘোড়াটা বারেবারে ঘোড়া-নিম গাছটার গায়ে গা ঘসে। দেবদারু গাছগুলোর বৃদ্ধিও অদ্ভুত রহস্যজনক। সব রহস্যের সমাধান হবে **দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিমেল বাতাস'** গল্পে। ২৪৭

সাংবাদিক তিথিকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে পিঙ্কি বলে একটি মেয়ের খুনের ঘটনায়। পিঙ্কি নাকি তিথির বয়ফ্রেন্ডের বাগদত্তা ছিল। কিন্তু বন্দুক নিয়ে বমাল সমেত ধরা পড়ার পরেও তিথি খুনের কথা মানতে নারাজ। এমন সময়েই আসরে নামেন তিথির মায়ের ক্লাস ফ্রেন্ড প্রখ্যাত সাহিত্যিক মেঘনাদ বসু। তিনি কি তিথির কাছ থেকে ঘটনাপ্রবাহের সব তথ্য জানতে পারবেন? বের করতে পারবেন পিঙ্কির খুনের পিছনের গভীর ষড়যন্ত্র? সমাধান খুঁজুন **দীপান্বিতা রায়ের** উপন্যাস '**লোডেড রিভলভার**'-এ। ১৬৬

প্রবাসী বাঙালি গোয়েন্দা অ্যান্ডি রে'র সামনে এক জটিল চ্যালেঞ্জ। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সিলভিসের ছেলেকে দুষ্কৃতিরা অপহরণ করেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে চলবে না। দাবি না মানলে ইথানের চরম ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে দুষ্কৃতিরা। তাদের দাবি ডক্টর সিলভিসকে নষ্ট করে দিতে হবে এক রোগীর দৃষ্টিশক্তি। কীভাবে রহস্যের সমাধান করলেন অ্যান্ডি? জানতে পড়ুন **অনন্যা দাশের** *কলমে* '**চোখের বদলে চোখ**'। ৩০৫

একটি বাচ্চা ছেলের স্বপ্নে মাঝে মাঝেই হানা দেয় একটা বন্ধ দরজা। একবার কালীপুজোয় এক বস্তিতে বন্ধুর সাথে প্রসাদ বিলি করতে গিয়ে সেই ছেলেটি বাস্তবে এসে দাঁড়ায় সেই স্বপ্নে দেখা বন্ধ দরজার সামনে। কী ভয়ঙ্কর রহস্য লুকিয়ে আছে ওই বন্ধ দরজার পিছনে? তন্ত্রবিদ্যার মায়াময় কুয়াশাচ্ছন্ন, অন্ধকার জগতের রহস্য ভেদ নিয়ে **মনোজ আচার্য্যের** লেখা '**এমনও হয়!**'। ৩৭৪

ইয়র্কশায়ারের ক্রান্সটনে নিজের বাড়িতে খুন হন কর্নেল ড্রস। অথচ সেই সময় একই বাড়িতে উপস্থিত কর্নেলের সেক্রেটারি প্যাট্রিক, কন্যা জ্যানেট, পুত্র ডোনাল্ড; কেউই খুনিকে দেখতে পাননি। এমনকি খুনের অস্ত্রটিও গায়েব। তাহলে? সত্যিই কি কর্নেল ড্রসের খুনের একমাত্র সাক্ষী তাঁর কুকুর নক্স? খুনটা হলই বা কীভাবে? আর মোটিভ? ফাদার ব্রাউন কি পারবেন এই অদ্ভুত খুনের রহস্যের সমাধান করতে? পড়ুন **জি কে চেরটনের গল্প** একটি খুনের কিনারা। অনুবাদ **সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়**। ১৬১

দোকানের জমিটা নিয়ে পিন্টুদারা বড্ড জ্বালাচ্ছে বিভানের বাবা-মাকে। তানজানিয়া থেকে বিভান বুঝতে পারে সবই, কিন্তু ভেবে পায় না কী করে বাবা-মা'র সমস্যা মেটাবে! প্রাণের বন্ধু কাস্ফিচিকে সব কথা খুলে বলে বিভান। শেষে বাড়ি ফিরে সমস্যা মেটানোর আগেই আকস্মিক ঘটতে থাকে একের পর এক মৃত্যু! কেন ঘটে যাচ্ছে এমন অস্বাভাবিক ঘটনা? এদিকে বিভানের যে ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে! কী করবে বিভান এখন? সে কি পারল বাবা-মা'র দুঃখ দূর করতে? উত্তর দিয়েছেন **হিমি মিত্র রায়** তাঁর গল্প '**কয়েকটি মৃত্যু**'-তে। ৩৫১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সত্যজিতের রহস্য-জগৎ

মূলত ছোটদের জন্য লেখা সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য জগতে রহস্যের ছড়াছড়ি। রহস্যের আবহে নির্মিত সিনেমা বরং তুলনায় কম, কুল্লে তিনটি-দু'টি ফেলুদা ও একটি ব্যোমকেশ। পুত্র সন্দীপ রায়ের সিনেমা জগতে কিন্তু বারবার ফিরে ফিরে এসেছে রহস্য। বাবার সাহচর্যে বড় হওয়ার সময়েই কি ভালবেসেছিলেন রহস্যকে? ব্যক্তি সত্যজিতের জীবনে কীভাবে ছাপ ফেলেছিল রহস্যময়তা? কোথা থেকে জোগাড় হতো এত বিপুল সংখ্যক রহস্য গল্প লেখার মালমশলা? 'সাসপেন্স বার্ষিকী'র তরফে **অভিষ্যন্দা**র প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন **সন্দীপ রায়**।

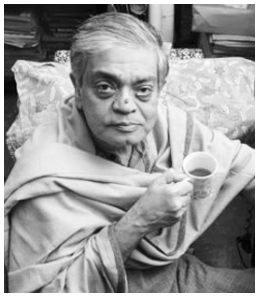

● অভিষ্যন্দা: প্রথমেই আপনার ছবি নিয়ে একটা প্রশ্ন করব। সেটা হল, আপনি সত্যজিৎ রায়ের গল্পের বাইরে যে সিনেমাগুলো করেছেন তার মধ্যে অনেকগুলো সিনেমাতেই একটা সাসপেন্স এবং থ্রিলের কন্টেক্সট আছে বলে আমার মনে হয়েছে। থ্রিলারের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এটা আপনি কীভাবে পেয়েছেন? মানে আপনি ছোটবেলা থেকে যে বই পড়েছেন বা আপনার বাবার যে গল্প পড়েছেন সেগুলো থেকে কি থ্রিলারের উপর আপনার এই আকর্ষণ তৈরি হয়েছে?

●● সন্দীপ রায়: আমার আসলে এই সাসপেন্স, থ্রিলার এসব ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট রয়েছে। আমার যে অন্য ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নেই তা বলব না, যেমন 'মনচোরা' হয়েছে একদম অন্যরকম গল্প এবং ছোট ছোট অনেকগুলো গল্প আমরা করেছি বিভিন্ন সময় টেলিভিশনের জন্য। বাবার লেখা গল্প কিছু আছে, তারপরে সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পও আছে। ওই যে কাজটা করেছি তাতে নানান স্বাদ মেলানো মেশানো। কিন্তু মেজরিটি আমার মনে হয় ওই থ্রিলার ধরনের ছবিই আমি করেছি। এটা আমার নিজের পছন্দের একটা এরিয়া যাকে বলা যায় সেটা। হ্যাঁ নিশ্চয়ই তারপরে বাবার তো একটা ইনফ্লুয়েন্স আছেই, বাবার গল্পের মধ্যে একটা অদ্ভুত সাসপেন্সের ব্যাপার রয়েছে। সব যে একেবারে ডিটেকটিভ ফিকশন তা তো নয়...।

● অভিষ্যন্দা: না না। সত্যজিত রায়ের গল্পে তো বিভিন্ন রস আছে

●● সন্দীপ রায়: হ্যাঁ তার মধ্যে ভয় রয়েছে, সাসপেন্স রয়েছে অনেক কিছুই রয়েছে আবার মানবিক গল্পও কিছু রয়েছে, যেগুলো আমি করেছি। প্লাস একটা, ভূতের প্রতি তো একটা (হাল্কা হেসে) দুর্বলতা তো আছেই। বাবারও ছিল, আমারও আছে। আর ভূত এলে অটোমেটিক্যালি কিছুটা সাসপেন্স চলে আসবে। কাজেই হ্যাঁ সেদিকে অবশ্যই আমার উপর একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে যে কারণে আমি ঘুরে ফিরে সেইদিকে আমি চলে যাই। সবসময় নয় অবশ্য। যেমন 'গুপী বাঘা ফিরে এলো' হয়েছে, তারপর 'টার্গেট' বলে একটা ছবি হয়েছিল। ভীষণ অন্যরকমের ছবি।

তো কাজেই, সেগুলো আছে বটে। তবে আমি বারবার যে ওই জাতীয় ছবির দিকে ফিরে গিয়েছি সেটাও সত্যি। এই ধরনের ছবি আমার নিজের একটা ফ্যাসিনেশন আছে খুব, দুর্বলতাও বলতে পারেন।

● অভিষ্যন্দা: সত্যজিৎ রায়ের গল্পগুলো, মানে ফেলুদা, তারিণীখুড়ো, শঙ্কু এগুলোতে তো আছেই সাসপেন্সের থ্রিলারের একটা এলিমেন্ট। তার বাইরেও তাঁর অন্য গল্পগুলোতে থ্রিলারের এলিমেন্ট কিন্তু রয়েছে। প্রায় নাইনটি পারসেন্ট গল্পেই বলা যায় যে আছে।

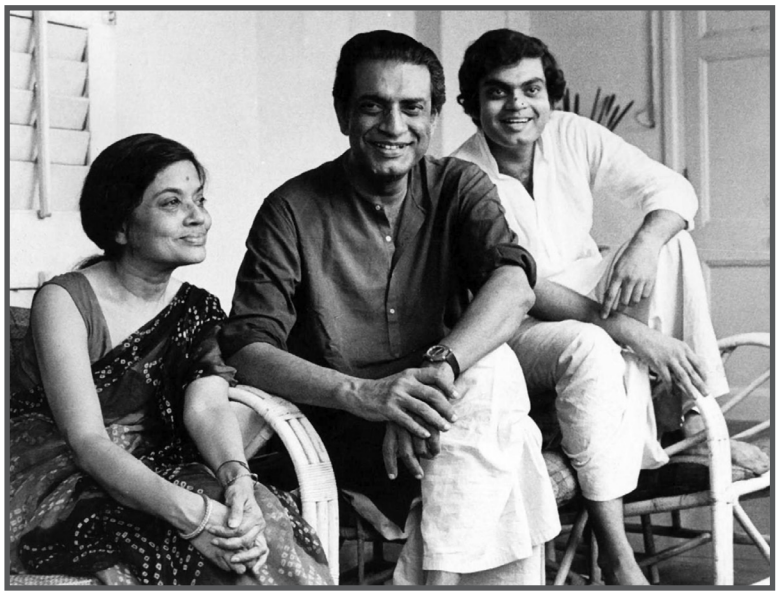

●● সন্দীপ রায়: হ্যাঁ, আছে বলা যায়... ভূত ঘুরে ফিরে এসেছে। সুপার ন্যাচরাল ব্যাপারটা বারবার চলে এসেছে।

● অভিষ্যন্দা: তারপর অনুবাদ গল্পগুলো উনি যেগুলো করেছেন...

●● সন্দীপ রায়: তার মধ্যে সায়েন্স ফিকশনও আছে।

● অভিষ্যন্দা: হ্যাঁ, সায়েন্স ফিকশন আছে... 'ব্রেজিলের কালো বাঘ' তো মানে ভীষণভাবেই সাসপেন্স থ্রিলার।

●● সন্দীপ রায়: ওটা তো পুরোপুরি থ্রিলার... তারপর 'মঙ্গলই স্বর্গ', 'ঈশ্বরের ন'লক্ষ কোটি নাম' এগুলোর মধ্যেও থ্রিল এলিমেন্ট আছে।

● অভিষ্যন্দা: আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে ওঁর পারসোনাল লাইফে কি উনি সাসপেন্সের দিকে অ্যাট্রাক্টেড ছিলেন? মানে ধরুন আমাদের পারসোনাল লাইফ তো এমনিতে গড়পড়তা সাদামাটা লাইফ। কিন্তু তবুও আমরা সাসপেন্সের দিকে খুব আকৃষ্ট হই। উনি কীভাবে এই ব্যাপারটার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড ছিলেন?

●● সন্দীপ রায়: বাবা ছিলেন যাকে বলে হলিউডের পোকা। তাঁর মধ্যে অটোমেটিক্যালি সাসপেন্সের ছবি তো এসেই যাচ্ছে। আর বিশেষ করে হিচককের ছবি ছিল বাবার বিশেষ প্রিয়। ওই দিকে একটা ঝোঁক অবশ্যই ছিল। তারপর ওঁর প্রথম যেটা পছন্দের ব্যাপার ছিল সেটা হচ্ছে সায়েন্স ফিকশন। এবং সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে যে সাসপেন্স নেই তা কিন্তু নয়।

● অভিষ্যন্দা: না না, ভীষণভাবেই আছে।

●● সন্দীপ রায়: হ্যাঁ! ভীষণভাবে আছে। উনি পড়তেন সায়েন্স ফিকশন, প্রচুর পড়তেন এবং যে কারণে বাবার লেখায় প্রথম এসেছে শঙ্কু। যেটা ১৯৬১ সালে প্রথম লেখেন। সেই বছরেই নতুন করে 'সন্দেশ' বেরোল। মানে বাবা যখন 'সন্দেশ'-কে রিভাইভ করলেন, সেখানেই বেরোল শঙ্কুর 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। ওঁর একটা ইন্টারেস্ট ছিল সায়েন্স ফিকশনে এবং প্লাস কোনান ডয়েলের 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার'-এর প্রতি ওঁর একটা আকর্ষণ ছিল। তার কিছুটা ছায়া শঙ্কুর মধ্যে এসেছে। আর তাছাড়া তো সুকুমার রায়ের 'নিধিরাম পাটকেল', 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি'র প্রভাব আছেই। কিন্তু ডায়রি ফরম্যাটটা এসেছে 'হেশোরাম হুঁশিয়ার' থেকে। প্লাস ডায়রির ফরম্যাটে যে একটা সিরিজ হতে পারে এটা বাবাই সে সময় ভাবতে পেরেছিলেন। প্রথমে উনি কিন্তু কোনওটাই সিরিজ হিসেবে ভাবেননি, উনি গল্প হিসেবেই লিখেছেন। উনি কি ভেবেছিলেন শঙ্কু এতদিন ধরে লিখতে হবে? সেটা একেবারেই নয়। সেটা পপুলারিটির জন্য হয়েছে। একই ব্যাপার ফেলুদার ক্ষেত্রেও হয়েছে। তো শঙ্কু লিখে তারপর এমনই জনপ্রিয়তা হল যে ডিমান্ড বেড়ে গেল সাংঘাতিক। তখন অন্যরকম কোনও মাধ্যম ছিল না। তখন ফোন আসত এবং চিঠি আসত যে শঙ্কু খুব ভাল লাগছে ইত্যাদি। আর সায়েন্স ফিকশন বাংলায় তো খুব একটা সেরকমভাবে লেখা হয়নি। আর ওঁর একটা ইন্টারেস্ট তো ছিল প্লাস অদ্ভুত একটা কল্পনাশক্তি তো ছিলই। আমার তো মনে হয় শঙ্কুর ইনভেনশনগুলো এখন হলে ভালই হয়। কাজেই... তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপর যেটা উনি দেখলেন শঙ্কুর খুব কদর হল। চাহিদা বাড়ল। সন্দেশ যাঁরা পড়তেন তাঁরা ফোন করতে শুরু করলেন।

তারপর উনি দেখলেন যে এইবার একটা ডিটেকটিভ ধরনের গল্প লেখা যায়। কারণ উনি দেখেছিলেন যে ছোটদের ডিটেকটিভ ফিকশন সেই সময় আর লেখা হচ্ছে না। হেমেনবাবু চলে গিয়েছেন আর শরদিন্দুবাবুর গল্প তো সব প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কাজেই...। উনি যে খুব একটা ডিটেকটিভ গল্পের পোকা ছিলেন সেটা বলব না। সায়েন্স ফিকশনই উনি বেশি পড়তেন। অবশ্যই শার্লক হোমস পুরোটাই পড়া। গোগ্রাসে গিলেছিলেন শার্লক হোমস। আর কিছু হয়তো এরকুল পোয়ারো উনি পড়েছিলেন। কিন্তু মা ছিলেন ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। তারপরে বাবা দেখলেন এরকম একটা ডিটেকটিভ ফিকশন যদি লেখা যায় ছোটদের জন্য। সেখানে আবার এমন একজনকে রাখলেন যার সঙ্গে ছোটরা আইডেন্টিফাই করতে পারে। সেটা বলাই বাহুল্য তোপসে। গল্পটা লিখে প্রথম উনি মাকে দেখান। বলেন যে, "তোমার তো ডিটেকটিভ গল্প খুব ভাল লাগে তো তুমি এটা দেখ তো সব ঠিকঠাক আছে কিনা"... তো মায়ের পড়ে খুব পছন্দ হয়েছিল। সেই খসড়াটা নিয়েই 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' তৈরি হল। তারপরে যেটা হয় আর কী... মানে 'সন্দেশ'-এর বিক্রি বেড়ে যায়। চিঠি আসতে শুরু করে। তারপর বাবা দেখছেন যে ফিল্ম করে উনি যত না চিঠি পাচ্ছেন,

ফেলুদা লিখে তাঁর থেকে বেশি চিঠি আর টেলিফোন পাচ্ছেন। তো তারপর ছোটদের একটা আবদার ছিল যে না, অত সহজে তো ছাড়া যাবে না। তিন সংখ্যায় ফেলুদা বেরোলে চলবে না, আমাদের আরও বড় ফেলুদা চাই। তারপর উনি 'বাদশাহি আংটি' লেখেন। যে কারণে 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'-র যে খসড়াটা আমাদের কাছে আছে মানে, প্রথম খসড়া তার আগে দেখবেন কোনও প্রিপারেশন নেই। একেবারে ডিরেক্ট গল্পতে উনি চলে গিয়েছেন। যেমন, আগে হয় না যে একটা খসড়া লেখা হল, সেরকম কিছু নেই। সরাসরি একটা গল্প লিখেছেন। বঙ্কুবাবুর বন্ধুও তাই। সেখানেও প্রিপারেশন নেই। ফেলুদা লিখছেন একেবারে ঝরঝরে। খুব একটা কাটাকুটি নেই। তারপর যেটা হল, ওঁকে 'বাদশাহি আংটি' লিখতেই হল। তারপরে তো পরপর চলতে থাকল।

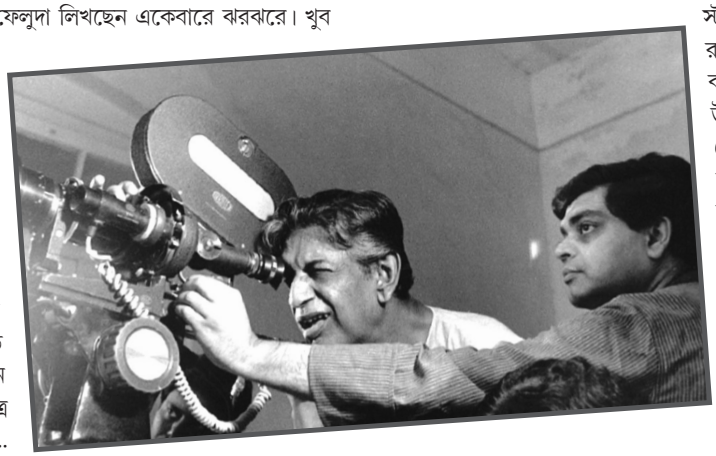

তখন আস্তে আস্তে ফেলুদার ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আসতে শুরু করল। তখন উনি আগে একটা হোম ওয়র্ক করতেন। বড় গল্প লিখলে তার কমপ্লিকেশন তো অনেক বেশি। অনেক চরিত্র তাদের মধ্যে টানাপোড়েন... কাজেই তখন ওঁকে আগে থেকে একটু খসড়া করতে হল। তো গল্প লেখা হল। কাজেই এইভাবেই ফেলুদার জন্ম এবং শঙ্কুর জন্ম এবং সাসপেন্সের জন্ম।

● অভিষ্যন্দা: আচ্ছা, আরেকটা কথা বলছি যে, 'সন্দেশ'-এর কো-এডিটর তো নলিনী দাশ ছিলেন...

●● সন্দীপ রায়: হ্যাঁ। তাছাড়া প্রথমে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তারপর লীলা মজুমদার ছিলেন।

● অভিষ্যন্দা: নলিনী দাশের 'গন্ডালু' সিরিজটায় এনিড ব্লাইটনের তো খানিকটা প্রভাব আছে। কিন্তু ফেলুদার স্টোরিগুলোর মধ্যে সেভাবে আমরা কিন্তু কোনও ইনফ্লুয়েন্স দেখি না।

●● সন্দীপ রায়: ইনফ্লুয়েন্স সত্যিই সেভাবে নেই। এরকম আর কোনও চরিত্র তো নেই। ইংরেজিতেও সেভাবে কিছু লেখা হয়নি। যেটুকু প্রভাব সেটা হল, সিধু জ্যাঠা হচ্ছে মাইক্রফট হোমস, ফেলু হচ্ছে শার্লক। তাছাড়া সেরকম ভাবে কিছু নেই। খুব খুঁটিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই কিছু কিছু মিল পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যস ওই পর্যন্তই। ডিটেকটিভ গল্প লেখার প্রব্লেমটা হচ্ছে সব ক্রাইম তো দেখাতে পারছেন না। ছোটদের উপযোগী তো নয়, আর ফেলুদা তো কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা। কাজেই সেটা বাবার একটা সমস্যা মাঝে মাঝে হত যে আর কী ক্রাইম হতে পারে যেগুলো ছোটদের উপযোগী। কিন্তু তারপর যেটা হয়ে দাঁড়াল যে ফেলুদা তো আট থেকে আশি সব পড়েছে। এটা বাবার খুব অদ্ভুত লাগতে শুরু করল। শঙ্কুও সকলেই পড়ছে আবার ফেলুদাও...। মানে অনেকে তখন বাবার থেকেও বয়সে বড় আর কী! ফোন করে বলছেন, "এই আপনার ফেলুদা পড়লাম, দারুণ লাগল।" যেমন একবার সুনীল গাঙ্গুলি ফোন করে বাবাকে বলেছিলেন যে "জানেন, শারদীয়া আনন্দমেলা বেরোলে আমি কিন্তু প্রথম ফেলুদা পড়ি। তারপর অন্য গল্পগুলো পড়ি। কাজেই, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, লেখার মধ্যে যে লেখাগুলো ছোটরা যেভাবে এনজয় করতে পারে, বড়রাও এনজয় করতে পারে। সেটা ছবিতেও ছিল। ছোটরা এক বয়সে একরকমভাবে এনজয় করবে, বড় হলে আরেকরকমভাবে করবে।

● অভিষ্যন্দা: হ্যাঁ। আমরা যেমন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছোটবেলায় দেখে একরকমভাবে ভালবেসেছি।

●● সন্দীপ রায়: হ্যাঁ, নানারকম জিনিস লুকানো রয়েছে তার মধ্যে... যেগুলো আস্তে আস্তে ডিসকভার করা যাবে।

● অভিষ্যন্দা: আচ্ছা ওঁর ফেলুদার গল্পে বা অন্যান্য গল্পেও দেখা যায় ওঁর হেয়ালির উপর একটা আকর্ষণ ছিল। সন্দেশে উনি প্রায়ই এরকম হেঁয়ালি রাখতেন। পরে যেগুলো ফেলুদাতেও এসেছে।

●● সন্দীপ রায়: হ্যাঁ হেঁয়ালি আর বিশেষ করে ওয়ার্ড গেম বাবা খুব পছন্দ করতেন। শব্দ জব্দ, ছবি ও শব্দ মানে পিকচার পাজল ইত্যাদি অনেক করেছেন 'সন্দেশ'-এর জন্য। ওয়ার্ড গেমসের প্রতি ওঁর একটা ভীষণ ইন্টারেস্ট ছিল, সেটা তো বললাম। উনি মিক্স স্ক্র্যাবল, খেলতে স্টার্ট করেছিলেন। পরে বিভিন্ন রকম গেমস খেলতে শুরু করেন বিদেশে। সেগুলো উনি আনতেন বিদেশ গেলেই... একটা দোকান ছিল। শুধু ওইসব জিনিসই বিক্রি করত। এই দোকানে উনি হানা দিতেন প্রতিবারই। নতুন কিছু বেরোল কিনা দেখতেন আর নিয়ে আসতেন। কাজেই ওয়ার্ড গেমসের প্রতি বিশেষ করে হেয়ালি ধাঁধাঁ এগুলোর প্রতি ওঁর ইন্টারেস্ট ছিল। যে কারণে ওঁর যেগুলো ইন্টারেস্ট, গল্পে সেগুলো ঢুকে গিয়েছে। মানে ফেলুদা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়, শঙ্কুও হচ্ছে সত্যজিৎ রায়। ফেলুদা যখন যে বই পড়ছেন সত্যজিৎ রায়ও তখন সেই বই পড়ছেন। ফেলুদা যে ছবি দেখছেন, সত্যজিৎ রায়ও সেই ছবি দেখেছেন। এবং ফেলুদা যে সব জায়গায় যাচ্ছেন সেই সমস্ত জায়গায় সত্যজিৎ রায় গিয়েছেন। এগুলো সবই ফিল্ম থেকে এসেছে। ফিল্মে একটা জায়গায় শুটিং হয়েছে, সেই জায়গায় গিয়ে মনে হয়েছে না, এরকম জায়গায় তো ফেলুর আসা উচিত। ফেলুদাকে নিয়ে গিয়েছেন। এরকম আর কী!

● অভিষ্যন্দা: রাজস্থানে যেমন 'খগম' গল্পটাও আছে, 'ফ্রিৎস' আছে তারপরে 'সোনার কেল্লা'-ও আছে।

●● সন্দীপ রায়: এটা হয়েছিল যে গুপী গাইনের সময়। ছবিটায় একটা বিশাল লোকেশনের পর্ব ছিল। বিভিন্ন জায়গায় যেতে হল। বাবা বলেছিলেন যে এবার যেসব জায়গায় ট্যুরিস্টরা যায় সে সব জায়গায় আমি যাব না, একটু অন্যরকম জায়গায় যাব। তো আমরা শুরু করেছিলাম রাজস্থানের ট্যুরটা ভরতপুর দিয়ে। যেটা 'খগম'-এর ব্যাকগ্রাউন্ড! ভরতপুরে আমরা যে সার্কিট হাউসে ছিলাম, সেখানকার রাঁধুনি বা কেয়ারটেকার যে ছিল সে অসম্ভব বকতে ভালবাসে। সে রাত্তিরে আমাদের খাবার সময়ে বিভিন্ন ঘটনা বলত। ভীষণ ভাল রান্না করত... তো একদিন বলেছিল, 'জানেন বাবু, এখানে একজন সাধুবাবা আছেন যিনি সাপ পোষেন।' তো সেটা বাবার ভীষণ মনে ধরেছিল। কাজেই 'খগম'। এবং আমরা... ফ্রিৎস যে যে সার্কিট হাউসে সেখানেও আমরা ছিলাম। কারণ শুন্ডির কেল্লার একস্টিরিওরটা হল বুন্দির কেল্লাটা।

● অভিষ্যন্দা: ও আচ্ছা।

●● সন্দীপ রায়: হ্যাঁ! ওই সময় বাবা তো জয়সলমীরে কাজ করছেন... সোনার কেল্লাটা হয়ে যায় হাল্লা রাজার দুর্গ। তখন উনি চেয়েছিলেন গুপী গাইন কালারে করতে। সোনার কেল্লাটার জন্য... না হলে তো রংটা বোঝাতে পারবেন না। সেটা তো আলটিমেটলি হল না। ছবিটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে হল। কিন্তু তারপরে উনি ফেলুদাকে নিয়ে এলেন... তখন বললেন সোনার কেল্লাটা নিয়ে... যাক এবার একটা মওকা এসছে। জয়সলমীরের কেল্লাটাকে রঙে দেখানোর মওকা এসেছে অন্তত।

● অভিষ্যন্দা: আচ্ছা আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে, বিলি ওয়াইল্ডারের